তারিখ 11 APR 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

দৈনিক
ইত্তেফাক

গাইবান্ধায় স্কুলে শৌচাগার নির্মাণে রডের বদলে বাঁশ

তদন্ত কমিটি গঠন, আরো ২৭৫টির নির্মাণেও অনিয়মের অভিযোগ

■ তাজুল ইসলাম রেজা, গাইবান্ধা প্রতিনিধি

গাইবান্ধা সদর উপজেলার মেঘডুমুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শৌচাগার (ওয়াশ ব্লক) নির্মাণে লোহার রডের পরিবর্তে চিকন বাঁশ ও স্কুলের বেঞ্চের পুরাতন ফ্রেমের রড ব্যবহারের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। গাইবান্ধায় অবশিষ্ট ২৭৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্মিত ওয়াশ ব্লক নির্মাণের ক্ষেত্রেও এ ধরনের অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে এবং সে বিষয়গুলোও খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি উঠেছে।

গাইবান্ধা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী আরিফ বিল্লাহ জানায়, গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে মেঘডুমুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শৌচাগারের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এতে ব্যয় ধরা হয় আট লাখ ৫০ হাজার টাকা। গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলার ঠিকাদার আব্দুল খালেক নির্মাণ কাজের দায়িত্ব পান। নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন ঢালাইয়ের কাজে দশ থেকে বারো মি.লি. লোহার রড ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু রডের পরিবর্তে ঢালাই কাজে চিকন বাঁশ ব্যবহার করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সে অভিযোগের প্রেক্ষিতে অধিদপ্তর থেকে ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযোগের সত্যতা মিলেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে গাইবান্ধা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের একটি সূত্র জানায়, গাইবান্ধা জেলার সাত উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৭৬টি ওয়াশ ব্লক নির্মাণের কাজ হাতে নেয়। প্রতিটি ওয়াশ ব্লক নির্মাণে ব্যয় ধরা হয় ৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এসব ওয়াশ ব্লক নির্মাণে ঠিকাদার ও প্রকৌশলী সিন্ডিকেট দরপত্র আহবান থেকে শুরু করে নির্মাণ কাজে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। গোপন দরপত্র ও নির্মাণ কাজে নিম্নমানের সামগ্রি ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে। কিন্তু ওই সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য ও ভয়ভীতির কারণে তাদের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে সাহস পায়নি। সূত্রটি আরো জানায়, ২৭৬টি ওয়াশ ব্লক নির্মাণ কাজে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও প্রকৌশলীরা আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়ে গেছে। গাইবান্ধা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মিহির ঘোষের দাবি জেলার ২৭৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সবগুলোর ওয়াশ ব্লক নির্মাণের ক্ষেত্রেই দুর্নীতি করেছে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও ঠিকাদাররা। প্রত্যেকটির অনিয়ম খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠন করা দরকার বলে মনে করেন তিনি।

রবিবার দুপুরে সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, ভেঙে পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

গাইবান্ধায় স্কুলের শৌচাগার

২০ পৃষ্ঠার পর

ফেলা শৌচাগারের একটি জানালা ও দরজার উপরের অংশে লোহার রডের পরিবর্তে চিকন বাঁশ বেড়িয়ে আছে। আর কোথাও চিকন বাঁশ ব্যবহার করা হয়েছে কিনা সেজন্য পুরো ছাদ ভাঙার কাজ চলছে।

মেঘডুমুর গ্রামের একাধিক ব্যক্তি জানায়, এ ধরনের কাজ দিনে করার কথা। কিন্তু ঠিকাদার চিকন বাঁশ ব্যবহারের জন্য রাতের অন্ধকারে ঢালাইয়ের কাজ করে। রাতে কাজ করার কারণে এলাকাবাসীর সন্দেহ হয়। তাই ঘটনাটি রামচন্দ্রপুর ইউপি চেয়ারম্যানসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জানানো হয়। তাদের উপস্থিতিতে গত ৮ এপ্রিল শৌচাগারের ঢালাইকরা একটি জানালা ও একটি দরজার উপরের অংশ (লিনটন) ভাঙা হলে চিকন বাঁশ পাওয়া যায়। উত্তেজিত লোকজন উত্তম-মধ্যম দিলে ঠিকাদারের লোকজন ও মিস্ত্রিরা পালিয়ে যায়। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি শাহিন মিয়া বলেন, বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

এসব বিষয়ে গাইবান্ধা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী আমিনুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, ওই ঠিকাদার মেঘডুমুরসহ মোট আটটি বিদ্যালয়ের কাজ পেয়েছেন। কিন্তু চিকন বাঁশ ব্যবহারের কারণে আটটি বিদ্যালয়ের কাজই বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত কমকর্তা সাইফুল ইসলামকে (নলকূপ মেকানিক) কারণদর্শাও নোটিস দেয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এই ঘটনায় রামচন্দ্রপুর ইউপি চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলামকে আহবায়ক করে সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্তে সত্যতা পাওয়া গেলে ওই ঠিকাদারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

তদন্ত কমিটির আহবায়ক রামচন্দ্রপুর ইউপি চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম বলেন, দরজা ও জানালার উপরের অংশে চিকন বাঁশ পাওয়া গেছে।

ঠিকাদার আব্দুল খালেকের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে তার কাছে বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি বলেন, তার অনুপস্থিতিতে মিস্ত্রিরা এই কাজ করেছে।